Registered No. 25

অমৃত বাজার পত্রিকা

৬ষ্ঠ ভাগ } কলিকাতা — ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ৫ই জুন, ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। } ১৭শ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

সহচর।

(নূতন সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র)

আগামী ৩ রা আষাঢ় সোমবার হইতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সোমপ্রকাশ পরিত্যাগ করিয়া, সহচরের সম্পাদক হইলেন।

মূল্য।

সহর	অগ্রিম	মফঃস্বল	অগ্রিম
		ডাকমাশুলসমেত	
বার্ষিক	৫	বার্ষিক	৬
ষাণ্মাসিক	৩	ষাণ্মাসিক	৩।৹

এক কাপির মূল্য—৵৹ তিন আনা।

গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা কলিকাতা ১০ নম্বর ক্রাউচস্‌-লেন, নেড়াগির্জ্জা, নিউস্কুলবুক যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পত্রাদি ও মূল্য প্রেরণ করিবেন।

নয়শো রূপেয়া

নাটক।

অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে ও ঢাকার ফৌজদারীর হেডক্লার্ক বাবু হারাণ চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য একটাকা। ডাক মাশুল ৴৹ আনা।

কলিকাতা বুক এজেন্সী আফিস।

আমরা বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, কর্ত্তৃপক্ষীয় ও সাধারণ ব্যক্তিবর্গের উপকারার্থে উপরিউক্ত কার্য্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছি। কলিকাতার পুস্তকাদি যে নিয়মে বিক্রয় হয়, বিদেশস্থ ব্যক্তিগণ সে নিয়মে বা সে মূল্যে পুস্তকাদি পান না বলিয়া আমরা এই রূপ চেষ্টায় কৃতসংকল্প হইয়াছি।

যাঁহাদিগের পুস্তকাদির প্রয়োজন হইবে, তাঁহারা নিম্নস্বাক্ষরকরীর নিকট পত্র লিখিবেন। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত কমিশন দেওয়া ও বিদেশে পুস্তকাদি প্রেরণ করা যায় না।

কলিকাতা। ...্যালস্কুল } শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত। কলিকাতা বুক এজেন্সী আফিসের ম্যানেজার।

বা[illegible] চিকিৎসা।

১ম খণ্ড— মূল্য ডাক মাশুল সহ ৫৷৹ টাকা [illegible]ধিক ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রিসক্রিপসন সহিত [illegible] পৃষ্ঠায় অতি সরল ভাষায়, নেটীভ ডাক্তার গৃহস্থদিগের ব্যবহারার্থে কান্দি দাতব্য চিকিৎ[illegible]লয়ের সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। দুই আনা ডাক মাশুল পাঠাইলে সূচীপত্র দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা, লালবাজার, হিন্দুহষ্টেল। — শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

বহুবাজার ষ্ট্রিট নং ৯২।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

অর্থাৎ

[যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ ঘন ও পুষ্ট হয়।]

ইহার মূল্য প্রতি সিসি ,, ,, ,, ,, ১ টাকা

ডাক মাস্থল ইত্যাদি ,, ,, ,, ,, ৷৵৹ আনা

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হিম সাগর তৈল।

যাহারা অতিশয় পীড়ার ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য ,, ,, ,, ১ টাকা

ডাকমাস্থল ইত্যাদি ,, ,, ,, ৷৵৹ আনা

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি একটাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১৷৹ টাকা। ডাক মাস্থল প্রত্যেকের চারি আনা। উপরোক্ত সমস্ত ঔষধ বহুবাজার ষ্ট্রিট নং ৯২ ওরিএণ্টেল এপথিকারিস হলে পাওয়া যায়।

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় একবার সেবনেই বিশেষ আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে। কলিকাতা চোরবাগান বি, এম সরকার কোম্পানির ডাক্তার খানায় প্রাপ্য। মূল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল [illegible] আনা।

ঔষধ সেবনের নিয়ম কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭ নং ভবনে ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

বিজ্ঞানসার।

উপক্রমণিকা।

ইহাতে পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভুগোল, উদ্ভিদ্‌ বিদ্যা, শারীর প্রকৃতিতত্ত্ব জ্যোতিষ, রসায়ণ প্রভৃতি ৬৩ খানি চিত্রসহ লিখিত আছে। ১৮৭৩ সালের ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট সমুদায় বিজ্ঞানই ইহাতে আছে। ২২২পৃষ্ঠা। পুস্তকের মূল্য ১্ টাকা ডাক মাশুল ৴৹ আনা।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি ও নর্ম্ম্যাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

বিজ্ঞাপন।

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া, বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷৹ টাকা মায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১৷৷ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রিট ২৩ নং ভবনে পাওয়া যাইবে। (৪৫)

"ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" জীব গোস্বামীর টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত সংখ্যাক্রমে মুদ্রিত হইতেছে। ইহার ১ম ও ২য় সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে, প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা ডাক মাশুল এক আনা। গ্রহণেচ্ছু মহোদয় গণ নিম্ন লিখিত স্থানে পত্রাদি পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীকালিদাস নাথ।
কলিকাতা বড়বাজার
কাঁসারিপটি

নটনন্দিনী

শ্রী হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২২৪ পৃষ্ঠা মূল্য ১ টাকা ডাক মাস্থল ৵ আনা স্ত্রীজাতির সতীত্ব রত্ন যে অবশ্য রক্ষণীয় ইহা তাহারি একটী উপমান স্বরূপ, কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, এবং গোরাবাগান, ১৪ নং ভবন, নূতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

নীলের অত্যাচার।

আমরা নিম্নের পত্র খানি জয়রামপুর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি ঃ—

আপনার এই পত্রিকায় নীলকরের অত্যাচার ও স্বার্থপরতার বিষয়ে অনেকবার অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছে এবং অদ্যাও কতকগুলি প্রকাশিত হইতে চলিল। বিশেষ পর্য্যালোচনা সহকারে দেখিলে নীলকরের অত্যাচারের ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি ভিন্ন কোনক্রমেই হ্রাস বোধ হয় না। সুবিখ্যাত নীলবিদ্রোহের পর কিছু দিন উপদ্রবের উপশম হইয়াছিল, অনেক স্থানে কুঠী উঠিয়া গিয়াছিল, প্রজাগণের দুঃখের উপর গবর্ণমেণ্টেরও দৃষ্টি পড়িয়াছিল এবং সর্ব্বত্রই একরূপ শান্তি বিরাজমান হইয়াছিল। কিন্তু অত্যল্প কালের মধ্যেই গবর্ণমেণ্টের প্রজার প্রতি যত্নের হ্রাস হইয়া আসিল, ক্রমে২ উন্মূলিত কুঠী গুলির পুনস্থাপন হইয়া উঠিল, কয়েক বৎসর নীলের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় এবং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে নীল উৎপন্ন হওয়ায় নীলকরের বক্ষস্থল প্রশস্ত হইয়া উঠিল, আবার প্রজার প্রতি পীড়ন আরম্ভ হইল। কার্য্যবশে অনেক স্থানের জমীদারগণ নির্ধন হইয়া মূর্ত্তিমান উপদ্রবাধার নীলকরগণের হস্তে নিজ২ বিষয় অর্পণ করিলেন। তাহাতে অত্যাচার আরো বৃদ্ধি হইল। একে নীল বপণের অত্যাচারেই অস্থির, আহাতে আবার জমীদার হইয়া করবৃদ্ধি প্রভৃতি বিপদে নিক্ষেপ করিয়া নিঃসহায় নিরবলম্ব প্রজাগণের অস্থি জর জর করিয়া তুলিয়াছে। এখন অত্যাচারের চরম অবস্থা। যে রূপ অত্যাচার দেখা যাইতেছে, ইহা অপেক্ষা যে অধিক আর কিছু হইতে পারে, তাহা অনুমান পথে আনয়ন করিতে পারা যায় না। প্রজারা সাধারণতঃ বলে যে, যখন নীলবিদ্রোহী হয়, তখন প্রজার প্রতি কুঠিয়ালগণ এত অত্যাচার করিত না।

নীল বপণের সময়ে যেরূপ উপদ্রব হয়, তাহা দৃষ্টি করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রজাগণের ধান্য বপণ ও নীলকরের নীল বপণ প্রায় এক সময়েই আরম্ভ হইয়া থাকে। কুঠিয়ালগণ এই সময়ে অনেক ঠিকা লাঠিয়াল নিযুক্ত করেন। উহারা উপদেশানুসারে অনবরতঃ প্রজাদিগের লাঙ্গল এবং গরু বল পূর্ব্বক লইয়া যায়। যদি কোন প্রজা নিজ কার্য্যের ক্ষতি হইবে বলিয়া ঐ সমুদায় দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় লাঠিয়ালগণ কর্ত্তৃক তাহার জীবন সংশয়িত হইয়া উঠে। বিশেষ অবাধ্যতা প্রদর্শন করিলে সময়ে২ অনাহারে গুদমে পূরিয়া রাখে এবং যৎপরোনাস্তি প্রহার করে। ইহাতেও যদি নিজের যথাসর্ব্বস্ব নীলের নিমিত্ত দিতে না চাহে, তাহা হইলে দেশ বলে তাহাদের গরু বাছুর প্রভৃতি অনুদ্দেশ হয় এবং নিজেও যে কোথায় যায় তাহা বিধাতাই বলিতে পারেন। এরূপ সুনিয়ম ও সুবিচার কেহ কি কখন শ্রবণ করিয়াছেন? সকল প্রজারই (লাঙ্গল গরু না থাকুক) ৪।৫ বিঘা করিয়া নীলের দাদন আছে। প্রথম দাদন গ্রহণের সময়ে তাহারা কিছু২ পাইয়া থাকে এবং উহাতেই যাবৎ জীবন নীল বপণের ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করিতে হয় এবং অবশেষে বাণ্ডিল বাধিয়া হাউসে পৌঁছাইয়াও দিতে হয়। যাহার অদৃষ্ট ভাল, সে আমলা নায়েব প্রভৃতির নজর সেলামি বাদে উপযুক্ত মূল্যের কিয়দংশ প্রাপ্ত হয়। অন্যের পরিশ্রম মাত্রই লাভ হইয়া থাকে। সে যাহা হউক নিজে দাদন লইয়া নিজের জমিতে নীল বপণ করিয়া দিবে এই বন্দোবস্ত—তাহাতেও কৃতজ্ঞ কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারীগণ আসিয়া "তোমরা ভাল জমিতে ধান্য বুনিতে পারিবেনা তাহাতে নীল বুনিতে হইবেক, যদি বোন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে" ইত্যাদি সাদর সংলাপ করিয়া থাকেন। যদি কেহ কখন ভাল জমিতে ধান্য বপণ করে, তাহা হইলে সে ধান্য ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় ঐ জমিতে নীল বপণ করিতে বাধ্য হয়। স্বীয় জমিতে নীল, আপনি লোকসানের দায়ী, তথাপিও দৈবাৎ তাহার দুই একটী গরু নীলের মধ্যে গেলে তাহার আর রক্ষা পাওয়া ভার হইয়া উঠে। মহাশয় দুঃখের কথা কি লিখিব, লোকপরম্পরায় এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, যে সকল লাঠিয়াল রক্ষিত হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে অনেকে অবৈতনিক। নীলের জমিতে গরু যাওয়া দূরে থাকুক তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কিম্বা অন্য কোন স্থানে গরু দেখিলেই তাহারা পাউণ্ডে লইয়া যাইবার নাম করিয়া যাহার গরু তাহারই বাটীর সন্নিকট দিয়া যাইতে থাকে; সে পাউণ্ডে গেলে অধিক জরিমানা লাগিবেক মনে করিয়া অল্প বিস্তর কিঞ্চিৎ দণ্ড দিয়া, তাহাদিগের নিকট হইতে গরু ফিরাইয়া লয়। এই প্রকারে দৈনিক অপর্য্যাপ্ত লাভ হয়, তাহাতেই তাহারা চিরজীবিকা নির্ব্বাহ করে। নিম্নে কয়েকটী অত্যাচারের উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। (১) গত কল্য এই গ্রাম নিবাসী বদন সেখ নামক এক ব্যক্তি ধান্য বপণের নিমিত্ত নিজের জমি চাস করিতেছিল। সহসা কুঠীর জন কয়েক তাগাদগিরি ও আমিন আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহার সম্পূর্ণ অনভিমতে, নিয়োজিত লাঙ্গল এবং গরু গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল। সে প্রহারের আশঙ্কায় বাগ্‌বিতণ্ডা না করিয়া বিষন্ন মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল, শুনিলাম যে, সমস্ত দিন ঐ লাঙ্গল এবং গরু দ্বারা নীলের জমির চাস হইয়াছে। কেহ২ বলিতে লাগিলেন যে, কার্য্য সমাধা হইলে সায়ংকালে গরু দুইটা পাউণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। ভাবিলাম যে যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে তাহাতে অনায়াসেই এরূপ শাস্তি হইতে পারে। (২) ভামপুড়া নামক এক ব্যক্তির একটী গরু আছে। নীলকরের ভয়ে সে সর্ব্বদায়ই গরুটী বাধিয়া রাখে। এক দিবস সে গরুটিকে আহার দিয়া কোন কার্য্যাপরোধে স্থানান্তরে গমন করে। বাটীতে কেহ ছিলনা। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা বলিল যে, অবসর পাইয়া দুইজন তাগাদগিরি আসিয়া ঐ বাঁধা গরু বন্ধনোন্মুক্ত করিয়া পাউণ্ডে লইয়া গিয়াছে। গরিব ব্যাচারি গরুটী পাইয়াছে, কিন্তু বলে যে এক গাছ ভাল দড়া গরুর গলে ছিল, তাহা আপহৃত হইয়াছে। কি কৌতুকাবহ ব্যাবার!!! (৩) যুধিষ্ঠির বারুহ নামক এক ব্যক্তির কৃষক একদিবস চাস করিতে ছিল, ইতিমধ্যে, একজন আমিন ও দুইজন তাগাদগিরি আসিয়া তাহার লাঙ্গল ও গরু লইতে চাহিল এবং বলিল তোমাকেও যাইয়া আমাদিগের জমি চাস করিয়া দিয়া আসিতে হইবে। সে উহাতে অস্বীকার করায় এরূপ করিয়া প্রহার করিল যে তাহার সর্ব্বাঙ্গক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। হতভাগ্য যখন আমাদিগের নিকট আসিল তখন আমরা তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত শোকার্ত্ত হইলাম, ভাবিলাম বুঝি বিধাতা নিরাশ্রয় দারিদ্র প্রজাগণের প্রতি একেবারেই বিমুখ হইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তাহাকে চুয়াডাঙ্গা সব্‌ডিবিজনের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অভিযোগ করিতে উপদেশ দিলাম। শুনিলাম সে চুয়াডাঙ্গায় গিয়াছিল, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলেন যে অদ্য সময় নাই কল্য আসিয়া দরখাস্ত করিও, আমি বিচার করিব। দুর্ভাগ্য কৃষক সে দিবস বাটী প্রত্যাগমন করিল এবং গমনাগমনের কষ্টই তাহার চূড়ান্ত বিচার হইল। সে বাটীতে আসিবা মাত্রই কুঠিয়াল কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত হইয়া তাহাকে নানাবিধ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, বলিলেন যদি আমাদিগের বিপক্ষে অভিযোগ কর তাহা হইলে তোমার সর্ব্বস্বান্ত করিব, গৃহাদি ভস্মীভূত করিব এবং নিতান্ত শরীর মাত্রাবশেষ হইবে। এই সমুদায় ভীতিগর্ভ তর্জ্জনবাক্য শ্রবণ করিয়া দুরদৃষ্ট কৃষক নিরুদ্যম হইল প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিল এবং অবশেষে উৎকোচাদি প্রদান করতঃ অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কষ্টভোগের নিমিত্তই এজগতে অবস্থান করিতেছি এই ভাবিয়া নিরস্ত হইল।

আমরা যশোর, মাগুরা হইতে প্রাপ্ত আর এক খানি পত্র নিম্নে প্রকাশ করিলাম ঃ—

আমরা যাই কোথা, আমাদিগের দেশে টেকা ভার, নীলের দৌরাত্ম্যে দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইল, পলাইয়াই বা যাব কোথায়? গরিব প্রজাদিগের কি রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই? হা ঈশ্বর! চির দিন কি চক্ষের জলে আমাদিগের বক্ষ ভাসিবে? আমাদিগের রক্ষাকর্ত্তা এক গবর্ণমেণ্ট, কিন্তু আজ কাল যে গতিক, তাহাতে যে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা কোন উপকার হইবে, সে কেবল বৃথা আশামাত্র। কারণ যদি কিছু হইত, তাহা হইলে আর ক্যাম্বেল বাহাদুর এত দিন নিরস্ত হইয়া থাকিতেন না অবশ্যই এদিকে এক বার না একবার দৃষ্টি করিতেন। যেরূপ অত্যাচার তাহাতে একদিন তিষ্ঠান ভার।

মহাশয়, এমন দিন নাই যে, একবার করিয়া কুঠী হইতে তলব না আইসে। তলব আসিলেই প্রাণ শুখাইয়া যায়, ভাবি কপালে নাজানি আর কি আছে। পা চলে না। কিন্তু কি করি, পা চালাইতে হয়, যাইয়া দেখি সাহেব চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া বসিয়া আছেন। উপস্থিত হইবা মাত্র এই বোল বাহির হইল "শালা তোম নীল নেই করেগা তোমারা বাপ যো হ্যায় ঐ করেগা বাঞ্চোৎ" "কই হ্যায় হিয়া লে যাও শালাকো য্যারছে নীল দেগা ঐ কর" অর্থাৎ প্রহারের দ্বারা নীল করাইতে স্বীকার করাও। অগত্যা কি করি প্রহারের যন্ত্রণায় নীল করিতে স্বীকার করিলাম। স্বীকার করিয়া প্রাণ শুখাইয়া গেল, ভাবিয়া হবে কি? আমরা ছাপোষা মানুষ, কোথায় ২।৫ বিঘা জমি চাস করি, তাহাতেও যদি আবার নীলবুনি তাহা হইলে আর ছা পুষিব কি দিয়া। এই হইল এক প্রকার, আবার যদি একটু মন্দ হয়, তাহা হইলে আর জীবন থাকা ভার। তর্জ্জন গর্জ্জনে প্রাণ শুখাইয়া যায়, তাহার পর আবার "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" মহাশয় দুঃখের কথা আর কারে কহিব। ভাত করিয়া খাইবার আর উপায় নাই, তবে যদি মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক ছোট মহাশয়কে একবার জাগ্রত করিয়া দেন, তাহা হইলে আর কিনা করেন, চিরকালের নিমিত্ত আমাদিগকে কিনিয়া রাখেন।

জয়রামপুরের পত্রপ্রেরকের মতে নীলকুঠিয়ালগণের অত্যাচার আবার পূর্ব্বের ন্যায় কি তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি এবং মাগুরার পত্রপ্রেরক উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বলিতেছেন যে, নীলকুঠীয়ালগণ প্রজাকে বল দ্বারা নীল করিতে বাধ্য করেন। গুটিকয়েক অত্যাচারের বিবরণ জয়রামপুরের পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইতপূর্ব্বে জয়রামপুরের প্রজা সাধারণ সভা হইতে প্রাপ্ত অনেক নীলকুঠিয়ালের অত্যাচারের বিষয় প্রকাশ করি। এ সমুদায় অত্যাচারের কাহিনী নূতন নহে। পূর্ব্বে আমরা অহর্নিশি ইহা শুনিতাম ও অনেক সময় চক্ষে দেখিতাম। নীল সম্বন্ধে যে কমিসন বসে তাহা দ্বারা সহস্র সহস্র অত্যাচারের বিষয় প্রকাশিত হয় এবং এ অত্যাচারগুলি উঠিয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, উহা আর হবে না। এখনও আমাদের সন্দেহ হয় যে, প্রকৃত আবার অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে কি না, কিন্তু যখন এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থল হইতে এ সম্বন্ধে পত্র প্রাপ্ত হইতেছি এবং পত্রপ্রেরকগণ যে যে প্রজার প্রতি যেরূপে নিষ্পীড়ন হইয়াছে, তাহারও কতক কতক লিখিতেছেন, তখন আমরা কি বলিয়াই বা ইহা অবিশ্বাস করি। যে সমুদায় নীলকুঠিয়ালগণ পূর্ব্বে ইজারাদার

ছিলেন, এখন তাঁহাদের অনেকে জমিদার হইয়াছেন, এবং জমিদারি ক্রয় করিয়া তাঁহাদের অত্যাচার করার আরও সুবিধা হইয়াছে। নীল কমিশনারদিগের নিকট এ কজন কুঠিয়াল বলেন যে, অত্যাচার না করিলে নীলে লাভ হয়না। একথাটি সম্পূর্ণ না হউক, কতকটা সত্য বটে। সুতরাং যতদিন দেশে নীল থাকিবে, ততদিন যে অত্যাচার থাকিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে কুঠিয়ালগণ প্রজারউপর নানারূপ অত্যাচার করিয়া অনর্থক ব্যয় করেন। ইহার নিমিত্ত তাঁহাদের লাঠিয়াল রাখিতে, মকর্দ্দমা করিতে, আমলা মোক্তিয়ার রাখিতে যে ব্যয় পড়ে, তাহা তাঁহারা যদি প্রজাকে নীল পাতের মূল্যের নিমিত্ত দেন তবে কেন যে অত্যাচার হইবে, তাহা আমরা জানি না। প্রজারা অন্য পাঁচ ফসলের ন্যায় নীল করিয়া যদি দশ টাকা পায়, তবে ইচ্ছা পূর্ব্বক যত্ন করিয়া আপনাদের ভাল ভাল জমিতে নীল প্রস্তুত করিতে কেন আপত্তি করিবে, তাহাও আমরা জানি না। নীল কুঠিয়াল গণেরা আর একটী দোষ করেন। তাঁহাদের কুঠির নিমিত্ত যে রূপ ব্যয় করেন, আপনারা যে রূপ নবাবী চালিতে অবস্থিতি করেন এবং যে পরিমাণে অন্যান্য অপব্যয় করেন, তাহাতে বিস্তর টাকার আবশ্যক। এই নিমিত্ত অত্যাচার করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়। তাঁহাদের ব্যয় কমিলে অল্প অর্থের আবশ্যক হইবে এবং প্রজার উপর অত্যাচার কমিয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন আর একটি দোষ এই—এটি ইংরাজ জাতির দোষ। ইহাঁরা ভারি অহঙ্কারী এবং ভদ্রলোকের প্রতি যথোচিত সমাদর ও সম্মান দেখান না। এ কয়েকটি কারণই নীলকুঠিয়ালগণ অনায়াসে নিরাকরণ করিতে পারেন এবং তাহা হইলে হয়ত নীলের অত্যাচার উঠিয়া যায়। জয়রাম পুরের পত্রপ্রেরক যাহা বলেন আমাদের বিবেচনায় নীল অত্যাচারের মূল কারণ তাহা নহে। নীল অত্যাচার নিবারণ নিবারণ নিমিত্ত স্থানে স্থানে মহকুমা হয়। যেখানে পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটগণের শাসন ছিল এখন সেখানে সে শাসন নাই, প্রত্যুত বিপরীত ফল ফলিতেছে। এখন যে মহকুমায় ইংরাজ কুটিয়াল আছেন সেখানেই নবাগত এসিষ্টেণ্ট প্রেরিত হন। ইহারা প্রথমতঃ দেশের আচার ব্যবহার প্রভৃতি আভ্যন্তরিক অবস্থা জানেন না, দ্বিতীয়তঃ মহকুমায় প্রেরিত হইয়া একরূপ বিজন বনে প্রেরিত হন, এদেশীয়দিগের সহিত তাঁহারা আলাপ পরিচয় করিতে ঘৃণা করেন। তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন সঙ্গে থাকে না। মনুষ্য মাত্রেই একলা এক স্থলে বাস করিতে পারে না। সুতরাং ইহারা নীলকুটিয়াল সাহেবদিগের সঙ্গে আত্মীয়তা করেন। কুটিয়ালগণ অনেক মোহিনী মন্ত্র জানে। যুবা সাহেবকে অতি অল্প দিনের মধ্যে অনুগত করে। ইহারা কুটিয়াল গণের প্রতি পক্ষপাতী হন এবং কুটিয়ালগণ হাকিমকে হাত করিয়া অত্যাচার আরম্ভ করেন। সুতরাং নীল অত্যাচারের প্রধান কারণ আমাদের গবর্ণমেণ্ট। গবর্ণমেণ্ট যত দিন এইরূপ নব্য, অনভিজ্ঞ ও অবিবাহিত এসিষ্টেণ্ট গণকে মহকুমার ভার দিবেন, তত দিন দেশ হইতে নীলের অত্যাচার নিবারণ হওয়া কঠিন। যদি গবর্ণমেণ্ট এসিষ্টেণ্ট গণের প্রতি একটু শাসন করিতেন, তাহা হইলেও কতকটা মঙ্গলের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সে বিষয়েও গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত পক্ষপাতী। কটন সাহেব যেরূপ অপরাধী, তাঁহাকে তাহার উপযুক্ত কি শাস্তি দেওয়া হইল? বিশেষতঃ আপাতত ক্যাম্বেল সাহেব মাজিষ্ট্রেট দিগকে অসীম ক্ষমতা দিতেছেন, সম্প্রতি যেরূপ ভয়ানক আইন কানন হইয়াছে, আবার নীল কুঠিয়াল সাহেবেরা যদি অনারারি মাজিষ্ট্রেট হন, তাহা হইলে নীলের অত্যাচার যে সহজে নিবারণ হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করিনা। কিন্তু জগদীশ্বর বিষ ও বিষহরি একস্থলে রাখিয়াছেন। যেখানে অত্যাচার হয়, তাহার প্রতিবিধানও সেখান হইতে হইবে। একবার নীল বিদ্রোহ হইয়া কুঠিয়াল কুল একেবারে উচ্ছিন্ন যায়। অত্যাচার হইলে আবার যে বিদ্রোহ হইবে না, সে কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ প্রজারা পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অনেক গুণে বলবান্ হইয়াছে। নীল কুঠিয়ালেরা যত অত্যাচারী হউন, তাহাদের ব্যবসায় দ্বারা যে দেশের ধন বৃদ্ধি হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। অনেক কুঠিয়াল যে দেশে স্কুল সংস্থাপন করেন, বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করেন, রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করান তাহার কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ নীল কুঠিয়াল গণ দেশে থাকাতে মধ্যবর্ত্তী লোকের যে অনেক উপকার আছে সে বিষয়ে ও কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহারা বিনা অত্যাচারে নীল কুঠি চালান এটি নিতান্ত প্রার্থনীয়। কিন্তু তাহারা যদি আবার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে না, প্রজারা যদি অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আবার বিদ্রোহী হয়, তবে নীল কুঠিয়ালরা নিশ্চয় উচ্ছিন্ন যাইবেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বাবু রাজ নারায়ণ বসু ও পণ্ডিত আনন্দ চন্দ্র বেদান্তবাগীশ "রাজা রাম মোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী" সংগ্রহ করিয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। আমরা উহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। রাজা রামমোহন রায়ের কৃতি সমূহ তাঁহার মাতৃভূমিতে এতদিন অপ্রকাশ থাকা বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের পক্ষে একটী কলঙ্ক স্বরূপ। অতি উপযুক্ত ব্যাক্তিরা সেই কলঙ্ক বিমোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই মহৎ কার্য্যের জন্য রাজ নারায়ণ বাবু ও বেদান্তবাগীশ মহাশয় সমস্ত হিন্দু সমাজের ধন্য বাদের পাত্র। আমরা ভরসা করি পাঠক সাধারণ আগ্রহ সহকারে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র হরিমোহন বাবু ও প্যারিমোহন বাবু প্রকাশকগণের সাহায্যার্থে এক শত টাকা দান করিয়াছেন।

স্থানান্তরে 'সহচর' নামক এক খানি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইবে। এখানি বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে। বিপ্র দাস বাবু অনেক কাল হইতে সংবাদ পত্রের সহিত সংসৃষ্ট আছেন, সুতরাং আমরা আশা করি যে 'সহচর' এক খানি গণনীয় পত্রিকা হইয়া উঠিবে।

গত শনিবার বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে একটী সভা হয়। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাতে স্কুলের ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এক বৎসরের অধিক হইল স্কুলের ডেঃ ইন্‌স্পেক্টর বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য্যের যত্নে ও বাবু শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের সাহায্যে এই বিদ্যালয়টী সংস্থাপিত হয়। এখানে তিনটী শ্রেণী আছে। একটীতে সেতার, একটীতে কণ্ঠ সংগীত এবং তৃতীয়টীতে মৃদঙ্গ বাদন শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ছাত্র সংখ্যা ৪৭। সাত জন ছাত্র পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। দুই জনকে ২ খানি রূপার পদক ও অন্য ৫ জনের কাহাকে সেতার ও কাহাকে তম্বুরা দেওয়া হয়। প্রকাশ্য বিদ্যালয়ের ছাত্র গণকে গীতি যন্ত্র পারিতোষিক দেওয়া এই আমরা নূতন দেখিলাম এবং দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ইউরোপে সংগীত শিক্ষা না হইলে বিদ্যাধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু আমাদের কৃত বিদ্যদের মধ্যে উহার বড় আদর দেখা যায়না। ইহার কারণ এইযে এদেশে সংগীতবিদ্যা বিজ্ঞানাকারে অধীত হইবার উপায় ছিল না। সংগীতাধ্যাপক ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী বাবু শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের সাহায্যে হিন্দু সংগীত বিজ্ঞান পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন, এবং এই বিদ্যালয়টী শাস্ত্রাকারে সংগীত অভ্যাসের একটী উৎকৃষ্ট স্থান হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ফৌজদারি মোকদ্দমার ফরিয়াদি ও সাক্ষীগণের খরচ দেওয়ার পক্ষে লেঃ গবর্ণরের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। ফৌজদারি আদালত কেবল এই ২ মোকদ্দমায় ফরিয়াদি ও সাক্ষীর খরচ দিতে পারিবেন। (১) যে সকল মোকর্দ্দমা গবর্ণমেণ্টের বা জজ, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজ কর্ম্ম চারীর অনুমতি ক্রমে উপস্থিত হয়। (২) যে সকল মোকদ্দমায় জামীন লইবার বিধান নাই। যে সকল মোকদ্দমায় বিচারক আপন ইচ্ছামত সাক্ষী তলব করেন সে সকল মোকর্দ্দমায় কেবল সাক্ষীগণকে খরচ দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যে সকল মোকদ্দমার বিচারের সহিত সাধারণের সংস্রব আছে সে সকল মোকদ্দমার সাক্ষীগণকে খরচ দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু বিচারকেরা উক্ত খরচ বাদীগণের দ্বারাও দেওয়াইতে পারিবেন।

এদেশ পুলিশে যে কিরূপ ভয়ানক অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহা সে দিবস ঈশ্বর নাপিতের মকর্দ্দমায় বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। এই অত্যাচারের কথা যিনি শুনিয়াছেন, তাঁহারই শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে যাহা লইয়া এত তুমুল হইয়া গেল, আমাদের লেপটনাণ্ট গবর্ণর তৎ সম্বন্ধে এক বার দৃকপাতও করিলেন না। পুলিশ সংশোধন করিতে হইলে ভাল ২ ডিষ্ট্রিকট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বাঙ্গলায় যত গুলি ডিষ্ট্রিকট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন তাহার মধ্যে কয় জন ভদ্র ও যোগ্য লোক। রেলী সাহেব এক জন প্রধান পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু সে দিবস হাবড়ার মকর্দ্দমায় তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন ও তাহার সম্বন্ধে যে সকল কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তাহাকে পুলিশের উচ্চ পদবীতে রাখা কত দূর ন্যায় সংগত, বলা যায় না। ফল রেলী সাহেবের বিরুদ্ধে আমরা আরো অনেক বিষয় শুনিয়াছি। হাবড়া পুলিশ অত্যাচারের তিনি সম্পূর্ণ দায়ী না হন আংশিক যে দায়ী তাহার ভুল নাই। ক্যাম্বেল সাহেবের যত দোষই থাকুক, তিনি কোন কাজেই অর্দ্ধেক করিয়া করিতে পারেন না। আমরা ভরসা করি, পুলিশ সম্বন্ধে তাঁহার মনোযোগ একবার উত্তেজিত করিয়া দিতে পারিলে তিনি উহার সম্পূর্ণ উন্নতি না করিয়া ছাড়িবেন না।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA:—THURSDAY, JUNE 5, 1873.

We congratulate Babu Anando Gopal Sen, Postmaster, Krishnuggur, on his being promoted to the post of Inspecting postmaster, Jessore Division. Baboo Anando Gopal graduated at the Krishnuggur College and he was led to enter the postal department by the prospects held to our college graduates by Mr. Tweedie. We are glad that his services have been appreciated and he is entrusted with a responsible post. We hope the Babu's appointment will be erelong made a *pucka* one.

———000———

We beg to acknowledge with thanks the receipt of the following publications. (1) The numbers IV. and V. of Tod's Rajasthan published by Babu Hurry Mohun Mookerjee. (2) Part 1 of a series of Graduated Translation exercises from English to Urdu and from Urdu to English with Rules and Remarks for the guidance and assistance of native teachers and students by L. A. Stapley, Head master, Government High School, Allahabad. The latter publication is very neatly got up and appears to be a useful one. (3) The Spirit of the Anglo-Bengalee Magazines in a series of Reviews by Babu Mohendra Nath Shome. We owe an apology to this writer for our inability to notice his book in an earlier issue. The publication is decidedly a very useful one and as such we hope it will be largely patronized by the public. In the present series, the writer discusses with much fairness and ability the merits and demerits of the first few numbers of the *Bengal Magazine* and *Mookerjee's Magazine.*

———000———

The *Patriot* is sorry that we wrote some what strongly against Mr Lobb. Our contemprary, we regret to say, is not aware of the amount of mischief done by him to the Kishnagur College. If he had but taken the trouble of enquiring into the true state of affairs he would have found nothing really objectionable in our remarks. Mr Lobb is very unpopular and we only gave expression to the opinion entertained regarding him by the educated natives of Kisnagur. The brilliant success of the institution, which our contemporary speaks of, is owing more to the labours of the professors and teachers, than the exertions of the Principal. We do not question his scholarship, but has he other qualifications most necessary for a man in his position? Does he take a lively interest in the training of his pupils? Is he at all painstaking? His constitution is consumptive and as a matter of course he can not take as much pains in teaching his pupils as he should. Does our contemporary know that from the reports of Mr Lobb the Lieutenant Governor imbibed the idea of the "uselessness" of the higher classes of the Kisnagur College? How does our contemporary reconcile this with his remark that the results at the university examination are highly brilliant. The higher classes are "useless" and who has the charge of teaching these classes? The higher classes are useless because Mr Lobb teaches them and they have been therefore abolished. We said nothing more or less than this. The government ought to have transferred Mr Lobb from his present situation before abolishing the M. A. and B. A. classes of the Kisnagur College.

———

The June number of the Bengal Magazine is just to hand. By far the best of the articles it contains is the one headed "Administration of justice in Bengal" by Arcydae. Regarding the administration of justice in Bengal previous to the advent of the English in this country the writer says:

A portion of the judicial work seems to have been performed by the *kazees* who were versed in Muhamadan literature and expounded the the Muhammadan law. A large portion of the criminal work however came before the governor or other executive officer of the province, while petty cases among the poor people in the country parts were mostly decided by the zemindars living on the spot; and this practice still continues all over the country. It cannot be denied that substantial justice was done in most cases by the system of administration, as the parties who satin judgment could hardly fail to ascertain the real facts in any particular case, and were indeed in many cases personally acquainted with the true facts ** Nor should we forget to mention the village Panchayets of Bengal, which were among the most beautful and beneficial institutions of the land. The Panchayet consisted of the most respectable men in the village, and as the members were hardly ever ignorant of the real facts of the case, the most arduous duty of a judge was simplified, and there was little temptation for falsehood or concealment of the truth. The Panchayet sat surrounded by the good and *matabbur* men of the village, anfl after discussing in a conversational style the facts of the case pronounced their judgment in the presence of all. This way of settling disputes is by no means bad, and it is a pity the practice is fast falling off

The writer's views regarding the jury system are however quite the reverse of that we hold. We shall take occasion to discuss this point in a future issue.

———

There is certainly nothing extraordinary in the fact that the Hindoos should protest so loudly against the establishment of a Christian State Church in India at their expense, but to see the Christians themselves denouncing the system cannot but call forth our admiration. The following from the *Christian Herald* will repay perusal:—

We do not contend for a Christian Government, and we never cherished the hope that a Government founded by the victor of Plassey and consolidated by the plunderer of the Rohillas would ever be a Christian Government. ** We will be satisfied with bare consistency and justice on the part of our rulers. We do not approve of the selfish policy of our rulers and hope that our sentiments on this subject will find a response in the hearts of all our countrymen. If our Government avoid an open encouragement or even a tacit recommendation of Christianity on the score of Neutral Policy, we ask, in the name of justice and consistency, why do they drain the purse of the poor ryot to preach and propagate the truths of Christianity—a purse which is opened—many a heart with rending groan. "Why kill the cow to present shoes," "why break the cocoanut on your neighbour's pate" why should our Lord Bishop and the whole host of Chaplains be paid from the Indian Exchequer. We are not aware of any benefit accruing to India, that she may be justly laid under the tribute of supporting these little princes. College must be abolished, the Bengalee must grope in ignorance and superstition, but the Chaplains of St Paul's Cathedral must receive princely salaries, in short, the spiritual wants of rich Europeans must be ministered to at the expense of the poor ryots. It is idle to say that it is incumbent on us to minister to the spiritual want of those who ae placed at the helm of the Indian Government; for granting that such an arrangement is calculated to raise the religious tone and piety of our rulers, and thereby ensure an impartial administration of Justice, we are of opinion, that nothing short of a similar provision for the Mahomedan and Hindoo gentlemen employed under Government can make the religious attitude of our rulers impervious to objection. Otherwise this neutral policy is a farce, and the support of these ecclesiastical princes,—the successors of Paul the tent-maker, affords us another instance of European partiality. There ought to be Mollas for the edification of Mahomendan Sudder Ameens and Hindoo priests to inculcate the moral precepts of the Vedas on the Hindoo Moonsiffs. Under the present arrangement there is evidently an undue predilection for Christianity. English trees may grow in Indian orchards, but every line of policy thriving in England will not strike a root in India.

———000———

The following compliment is given to his nation by the Editor of the *Darzling News:*—

John Bull is certainly in many things a strange animal. He bullies the Sultan of Zanzibar, on the supposition that the slave trade is demoralising; and the same Mr. Bull supplies the "Heathen Chinee" with an unlimited quantity of opium, the use of which is more demoralising than even traffic in "bleck ivory."

The writer might have added. "And the same John Bull has almost enslaved a nation by introducing a Draconian Code and means to take money from though not slaves but certainly not free men for the use of other slaves residing in a different country, belonging altogether to a different race."

———000———

Lord Northbrook's Administration.—*The Pall Mall Gazette* contains an article on the first year of Lord Northbrook's administration. The writer is evidently no friendly critic but at the same time he appears to possess vast experience of Indian matters and has here and there revealed some instructive facts. He very appropriately illustrates one of the peculiarities of Indian Government which are most characterstic of it and which distinguish it most sharply from the methods of England. In England the uncertainty of a Minister's tenure of office, his subjection to Parliament and the fact that Parliament itself is always composed to a great extent of the same men and always of the same class of men, give the national policy much permanence under great superficial variations. In India everything is in the hands of a small knot of men who hold office for a definite term of years, and are subject practically to but little responsibility during their tenure of office. When a change comes, the scene shifts as at a theatre, and a new staff and a new policy come in together, and have their turn and swing. Speaking of the income tax the writer says:—"The income-tax had two great advantages. It made the commercial class contribute something to the public expences, and it enforced economy. Other Indian taxes are much more oppressive and objectionable though they are not exclaimed against, simply because they fall upon a class which never does complain, and never can do so." But besides the above there is nothing in the article which can command our sympathy. The principal object of the writer seems to protest against the so-called inaction policy of Lord Northbrook. His review of our present Viceroy's administration is anything but fair and impartial. He admits that Lord Northbrook has succeeded in earning a good deal of popularity, but this success he says is owing to good fortune; while the mistakes he is said to have committed spring from his own perversnes. The writer is evidently an admirer of Lord Mayo's policy and complains that "in matters of public works, local government and taxation, general legislation, and finance Lord Northbrook would appear to have reversed his predecessor's action" And further on he says "we feel that there is much reason to fear that in many respects he has altered the policy of his predecessor for the worse, more particularly in regard to

what was its distinguishing characteristic—its general activity and vigour." That there is a great difference between the policy of Lord Northbrook and that of his predecessor there is no doubt of. The question is, whether the change brought on by the advent of Lord Northbrook is for the better or the worse. Judging from the state of public feelings it cannot be denied that the policy persued by the present Viceroy is by far preferable to that of his predecessor as is best vindicated by the brilliant success which has attended that policy. Lord Mayo's government was one continued plunder. In whatsoever branch of his administration we turn our eye, we find it replete with folly. The Strachy brothers had undue influence over him and Lord Mayo's administration was in fact principally a reflex of their minds. He fell headlong into the pitfalls of Punjab policy and could never extricate himself from them. The *Pall Mall Gazette* writer seems to entertain a very flattering opinion of Lord Mayo's policy in matters of public works, local governments, and taxation, general legislation and finance, but never was his government more unfortunate as in all these matters. The financial dilemma dates from his reign. The cry of deficit was then raised and to remove it the existing taxes were doubled and trebled and fresh taxes imposed. The expenses were not curtailed while government went on in its career of extravagance. The decentralization scheme was introduced which meant nothing more nor less than to deprive the local governments of their just dues and empower them if they liked to impose new taxes to meet their demand. The expenses incurred in carrying out the military barracks, irrigationworks and public roads well nigh reduced the government to the brink of bankruptcy. The local self government is no doubt very sweet to hear but every body knows what it practically means. Over legislation was the curse of Lord Mayo's reign. The machine worked and worked and ceased not to work till it deluged the country with laws and codifications. Legislation was in fact carried to such an extent during this reign that the people became alarmed and cried for that rest which our present governor has given to the land and which the *Pall Mall Gazette* writer denounces as "seductive and plausible." Need we relate the improvements and reformatory measures of the present Governor General? The land required rest and he has granted it. The scandalous way in which public money was spent has been checked and strict economy enforced in all the branches of administration. He has studiously avoided all sorts of extravagant projects which led to such serious consquences. He spoke like a true statesman when he said 'it is more wise to put off some improvements in the administration of the country and to defer the execution of some works which in themselves would undoubtedly be of material benefit to the people rather than to increase the present burden of taxation.' By vetoing the Municipal Bill he has not only curbed the spirit of a wayward Lieutenant Governor but saved the country from a very great evil. The passing of the Criminal Procedure Code and the enforcement of the Cess Act have no doubt cast a gloom over his reign but thoroughly conscientious as his Lordship is we have not the remotest doubt that as he will grow in experience and tales of oppression reach his ears he will not hesitate either to get them repealed or shelvet them up as so many dead letter Acts. When Lord Mayo died he left the country almost in a state of disaffection but Lord Northbrook's administration has not only cooled it down but has infused a new life and hope in the minds of the people and the contentment and confidence which they lost have been thoroughly restored. It surprises us that any one could have the hear to reproach a Governor who has achieved such a brilliant success during so short a reign. The *Gazette* writer must have been influced by some selfish motives to attempt to damage the character of such a popular Viceroy. The writer's contempt for Indian public opinion and press, his tirades and sneers against the educated Bengallees are only evidences of a mind which must have received serious wounds at the hands of the people of this country. With this clue it is not difficult to identify the writer, who must be either one of the two admirable Strachey brothers or our greatest friend Mr Fitz James Stephen the framer of the Criminal Procedure Code.

A HOPEFUL SIGN.—An Anglo Indian contemporary not always pronative in its tendency has the following startling para in one of its recent issues:—"Either India must be governed in India for India, and by administrators responsible to India alone, or India must be governed as an integral portion of the Anglo-British empire in England with the princes of India sitting in the house of Peers and with respresentative Commoners of India returned to the Imperial House of Commons." This sort of writing has become so scarce now a days that we have felt a peculiar delight in quoting the above. To love is as good a luxury as to be loved. If the selfish instinct of human nature ever prompts us to seek love, no less would a healthy mind feel the craving of loving others. We are often led to express the sourest feeling of discontent against our Government and its officials. Tender hearted souls shrink from it and are disturbed in their timid sort of goodness. But why is it we censure our Government? Would it not have afforded a better gratification to our Indian mind if it could love rather than loathe? As the true sons of our sweet tempered mother India, we could not cherish naturally any ill feeling to any set of men. It is natural that we would have a little partiality for the Indians. But such partiality does not imply any sort of prejudice against England and its people. No doubt in a very rude state of the human mind, patriotism has often beeu associated with ill feeling towards the contiguous nations or tribes, but such a morbid sentiment could never last if the golden maxim, 'do unto others as you would that they should do unto you' exert any influence in any of the conflicting nations or tribes. It is enough that one party evinces respect for it. The other party must be brought round to show the same heavenly feeling. Then we would have no cause to lament the want of sympathy between the ruled and ruler.

Independence is the primary birth right of nations as of individuals. But it has been at the same time alleged not without truth that no nation has improved without being conquered. How then can these two propositions be made to harmonize, say for instance, in our case? The substance of what we have quoted above would afford a tolerable answer. We are exceedingly glad to find it in the columns of a paper which has hitherto scarcely breathed anything very favorable to us. The end of the relation between England and India is very simple. Duality and unity cannot go together. India and England cannot continue united, if in heart and feelings, they remain separate and distinct. Either India and England must be two integral portions of one and the same empire as England and Scotland—if the intervention of the wide ocean might permit—or India must have its own independent Government with the India Englishmen incorporated into it. But in either case, the Englishmen must relinquish their superiority and authority. If we could reckon our English brethren in India really as so many of us, if they would identify with ourselves not less in sharing the feelings and wants of India than in enjoying its beauties, we would be a free people with all the advantages of English civilization and England would be free from the odium of despotim; at the same time she will have all and more than the advantages of despotism If our Government be substantially our govern ment why should we whimsically make the trifling distinctions of colour and appearance.

ENGLISH EDUCATION—The following is from an esteemed friend. We do not however agree with all the sentiments of the writer:—

English Education *is the blessing* which the English Government has conferred on this country. It was needed to make up the damage which the Mahomedan conquest had caused in the national mind. It was needed to impart life to the withering trunk of the national civilization which had got to the highest pitch of developement and had almost exhausted itself, and was fading. It was needed to console the nation against the misfortune of a foreign conquest. It was needed to satisfy the conscience of a christian race of conquerors. It was needed to secure the convenience of those conquerors. It was needed to supply the dal and rice to many a son of India. So we rightly cry for the promotion of English education in India. Rightly we shed tears when the hand of devastation is laid to it.

But we think we often make one serious mistake. We frequently confound the aquisition of the English language with English Education. We often do not notice that to be able to talk in the language of our white conquerors is not exactly to be a clever person; that to know to write English is not exactly to know to think; that filling our heads with quotations from English writers is not exactly enriching the mind with knowledge; that to read Milton or Shakspeare is not always to appreciate poetry; that to pass life in mastering the select idioms from English novels is not exactly the best mode of passing life. Very often our countrymen do not see the above distinctions. We, for one, can scarcely feel any respect for the person whose only pride is to polish and prune his English with set idioms and select phrases. Be it as it may. What is it we want to say to the public touching this topic?

We want that we should rightly appreciate certain acts of that honest and noble-minded ruler of ours, Lord Northbrook touching the matter of our education. He desired the appointment of committees to examine the text books of our schools with a view to suit them to the wants and associations of the boys of this country. And committees have been accordingly formed. He has also offered to assist and reward those who would translate scientific and historical works from English into the native languages. Fools surely we would be if we fail to appreciate these well-meant measures of his Lordship.

Nothing can be more abnormal in a nation than that the simplest item of truth or the commonest article of knowledge is to be purchased at a price so enormously high as that which is necessary for the acquisition of a foreign tongue. How few can afford to do so! And of those who can do not the most require this dear medium of knowledge at the expense of many a most precious thing—health, mental culture and moral improvement? The talk of an oriental University inspired us with alarm. An evil-minded Englishman in authority might avail himself of such a change in the system of our education to really lower its status. And so far as we are influenced by such an apprehension, our alarm is well grounded. If the study of English history is to be substituted for the study how to take off shoes to honor shahebs, if the reading of philosophy is to be given up for learning the art of salaaming, if the establishment of a Vernacular University would mean such a thing as the above, who would not shudder at its idea? And there are many an official who means such a Vernacular University!

But suppose a University were to be established in which the standard of knowledge to be imparted should be the same as in the existing Universities now, but that the general medium be the native languages; suppose our boys studying Gibbon, Hume, Hallm, Grote, and Neihbur in Bengali; suppose them to pursue the study of nature up to a high point above or a profound depth below unhampered by the difficulties of a foreign language; suppose them gaining the same mastery over the mathematical scienes as a part of their education as they do now; suppose them having Hamilton to lecture in a vernacular language and Reid philosophise in the same tongue; over and above these suppose them to have become intimate with our ancient Hindoo thinkers and writers many of them by no means inferior to the leaders of the scientfic and literary world of the modern civilized countries, and also fancy them to have tasted in full measure the beauties of Kali Das, Bhababhooti and the rest. Were our boys to come out of the University as B. A's, M. A's and the rest with knowledge of the above description would they in any way be inferior to our present B. A's and M A's? On the contrary they would be assuredly ten times better than the latter. They would have their brains far more cool and healthy. They would have decidedly knowledge of a better quality in which the mortbidness and difficulties of cramming without understanding would have had scarcely any place. They would be without that variety which is necessarily engendered in everything concealed from the view of the many by a screen such as a foreign language is. They would be without that conceit which is the result of knowledge being the monopoly of only few initiated in an uncouth tongue. They would after all only value knowledge at its own worth and confound its value with that of its garbs as is often done.

'But then we would lose all chance of political improvement' would cry our friend of an opposite view. Then our rulers wont understand us, they wont value us. Then we would not advance in political progress. We hold the reverse. A change in the system of our education as we have proposed is not only calculated to promote our political improvement, but it is the only means of securing such improvement. I shall try to show this in a future article.

বিজ্ঞাপন।

পারিস রহস্য।

(ইউজিন্ সুক্রত মিষ্ট্রিশ্ অব পারিসের বাঙ্গলা অনুবাদ)

কাব্যানুবাদিনী সভা হইতে প্রতি সপ্তাহে এক এক ফর্ম্মা প্রকাশিত হইতেছে। তক্রর দত্তের গলি ১৮ নং ভবনে কার্য্যাধক্ষের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ফর্ম্মা প্রতি অর্দ্ধ আনা।

সংবাদ।

—পারিসে একটী রন্ধন করিবার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা একেবারে সাড়ে আট শত লোকের খাদ্য প্রস্তুত হয়। এই কল চালাইতে তিন জন লোকের আবশ্যক। ইউরোপে সকলি নূতন।

—সোমপ্রকাশে "গ্রামীণ উন্নতির একটি প্রধান প্রতিবন্ধক" শীর্ষক যে একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলামঃ—

অনেকগুলি পল্লীগ্রাম দেখিয়া আমাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছে, আজি কালি পল্লীগ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হওয়া বড় কঠিন। গ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরাই প্রধান। তাহাদিগের শ্রীতেই গ্রামের শ্রী, কিন্তু তাহাদিগের ক্রমশঃ শ্রী হ্রাস হইতেছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদির অর্থাগমের যে উপায় ছিল, তাহা রুদ্ধ হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা এমনি অদ্ভুতরূপে সমাজ বন্ধন করিয়া গিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণকে কিছু না দিয়া কেহ কিছু করিতে পারিতেন না। তাহাতে ব্রাহ্মণ দিগের স্বচ্ছন্দে চলিত। পূর্ব্বে দ্রব্য সামগ্রী সুলভ মূল্য ছিল, তাহাও তাঁহাদিগের স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অন্যতর কারণ। পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণদিগের ভোগ লালসাও বলবতী ছিল না। এখন উহার বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। এখন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, দ্রব্য সামগ্রী অতিশয় মহার্ঘ্য হইয়াছে, ভোগবাসনাও আত্যন্তিক প্রবল হইয়াছে। মধ্যে চাকরী অর্থাগমের উপায়ভূত হয়। যাহারা স্বকৃতভঙ্গ হইয়া চাকরী করেন, তাঁহারা স্বকৃত ভঙ্গের ন্যায় কিছুদিন সুখী হইয়াছিলেন। এখন সে দ্বারে কাঁটা পড়িয়াছে। এখন আর এক মুখ নয়। এখন চাকরীর সহস্র ২ অর্থী হইয়াছে। এক জাতিতেও ঐ অর্থিতা নিবদ্ধ নয়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই চাকরী চাকরী করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট এত চাকরী কোথায় পাইবেন যে, সকলের ক্ষুধা শান্তি করিবেন। বহুকাল হইল, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় জাতি এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতির বৃত্তি একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। তাহাতে তাহাদিগের জীবিকার অসচ্ছল ছিল না। এক্ষণে ইংরাজ জাতি তাঁহাদিগেরও অরে হন্তা হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের জীবিকা আর সুলভ নয়। এই সকল কারণে আমরা দেখিতে পাইতেছি, গ্রামের মধ্যে যে সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের উচ্চ চাকরী ও কিছু সঙ্গতি আছে, তাঁহারাই যে কিছু সুখী, কিন্তু তাঁহাদিগের ভাগ অতি অল্প। গ্রামের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের অবস্থা মন্দ। যাবৎ ইহারা চাকরীর আশা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইতেছেন, তাবৎ ইহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ হইবার সম্ভাবনা নাই।

—দূত বলেন, বিগত সপ্তাহে হোগলকুড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ পালিত নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ও সদ্বিদ্বান্ ব্যক্তির তনয়া পিতৃ-গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবার মানসে হেদুয়া স্ত্রীনরম্যাল বিদ্যালয়ে অবস্থান করিতেছেন। এই স্ত্রীলোকটীর বয়স ১৭। ১৮ বৎসর হইবে। ইনি পিতার একমাত্র কন্যা সুতরাং তাঁহার বড় আদরের ধন। ইনি শৈশবাবস্থায় মাতৃভাষায় রীতিমত শিক্ষা লাভ করিয়া যথাসময়ে এক সৎপাত্রের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েক মাস গত হইল কন্যাটী বৈধব্য দশায় পতিত হইয়াছে। তিনি কাহার কুহক মন্ত্রের বলে উক্ত স্থানে সংযোগ দিয়াছেন, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে আমাদিগের অভিলাষ রহিল।

—ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর একখানি জাহাজ সেরাজগঞ্জে বজ্রাহত হইয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

—অযোধ্যায় মরি নামক এক জন সেনাপতি রৌদ্র লাগাইয়া পরে রাত্রে অপরিমিত সুরাপান করেন। প্রাতে বিছানায় তাঁহার মৃত দেহ পাওয়া যায়। উষ্ণ দেশে সুরাপানে কি ভয়ানক ঘটনা ঘটে।

—ইণ্ডিয়ান মিরার একটী ভয়ঙ্কর স্ত্রীহত্যার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি তারকেশ্বরের নিকট ঘোলা গ্রামে বিবাহ করে। নবীনের নিজের কোন আত্মীয় স্বজন না থাকাতে স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া দেয়। নবীন কলিকাতায় কর্ম্ম করিত এবং মধ্যে ২ শ্বশুর বাটী যাইত। সে একবার শ্বশুরবাটী গিয়া স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে দুর্নাম শুনিতে পায়। গোপনে এই বিষয় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত নবীন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কয়েক দিনের ছুটী লইয়া হঠাৎ শ্বশুরবাটী এক দিন উপস্থিত হয়। উপস্থিত হইয়া দেখে তাহার শ্বাশুড়ী ও স্ত্রী বাটীতে নাই। জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে বলা হয় যে, তাহার স্ত্রীর ব্যামহ হওয়াতে সে তারকেশ্বরের মোহান্তের নিকট হইতে ঔষধ আনিতে গিয়াছে। নবীন ইহাতে সন্দেহ করিয়া তারকেশ্বরের মন্দিরে যায়, কিন্তু সেখানে তাহার স্ত্রীকে দেখিতে পায় না। শ্বশুরবাটী ফিরিয়া আসিবার সময় পথে একজন ইতর শ্রেণীর লোক তাহাকে বলে যে, মোহন্ত তাহার স্ত্রীকে ভ্রষ্টা করিয়াছে এবং তাহার শ্বশুর শ্বাশুড়ী ধনলোভে এই গর্হিত কার্য্যে সম্মতি দিয়াছে। কিছু কাল পরে তাহার স্ত্রী ও শ্বাশুড়ি বাটী ফিরিয়া আইল এবং নবীনের স্ত্রী তাহার নিকট সমুদায় দোষ স্বীকার করিয়া বলিল যে, তাহার পিতা মাতার প্রলোভনে সে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নবীন তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে সে তাহাতে সম্মত হইল। কিন্তু নবীনের শ্বশুর শ্বাশুড়ী এই কথা শুনিয়া মোহান্তকে সংবাদ দিল। মোহান্ত বলিয়া পাঠায় যে, সে নবীনের স্ত্রী লইয়া যাওয়ার সময় পথ হইতে স্ত্রীকে কাড়িয়া আনিবে। নবীন এই বিপদে ভাবিয়া আর কিছু না পাইয়া তাহার স্ত্রীকে একটী গৃহকর্ম্ম করিতে বলিল, এবং যখন তাহার স্ত্রী কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, সে একখান অস্ত্র লইয়া তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। স্ত্রীকে হত্যা করিয়া নবীন অবিলম্বে গৃহ হইতে বাহির হইয়া হুগলীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "আমাকে শীঘ্র ফাঁসী দেও, সংসার আমার নিকট অরণ্য, আমি আমার স্ত্রীর সহিত পরলোকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অধীর হইয়াছি।" হুগলীতে এখন এই মকর্দ্দমা চলিতেছে। মোহান্ত এবং স্ত্রীর পিতামাতা ধৃত হইয়াছে।

—বোম্বাইর যে প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে যজ্ঞের বিষয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করি, তহাতে ১১,০০০ অশ্ব, ৫০০০ মন ঘৃত, ৫০০০ মন সল্য, ১০০০ মধু, ১০০০মন চিনি এবং ইক্ষু দণ্ডের আহুতি প্রদান করা হইবে।

—এইরূপ রাষ্ট্র যে সর্দ্দার মাহামুদ ইয়াকুব খাঁকে রুশিয়গণ বদ্ধ করিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়াছে।

—কাবুলে এক জন মৌলবী এইরূপ রাষ্ট্র করিয়া দেয় যে, শিয়ার আলি খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন এবং এই নিমিত্ত প্রজাদিগকে বিদ্রোহী হইতে বলেন। সংপ্রতি উক্ত মৌলবী পাকড়া পড়িয়াছিল এবং সের আলি তোপ দ্বারা তাহাকে উড়াইয়া দিয়াছেন।

—ভূপালের বেগম একটী প্রসিদ্ধ স্ত্রী লোক। ডিউক অব এডিনবরা যখন কলিকাতায় আগমন করেন তখন বেগম আপনার সঙ্গী লইয়া এখানে উপস্থিত হন। ইনি ইউরোপীয় স্ত্রীদিগের ন্যায় স্বাধীন ভাবে প্রকাশ্য স্থলে গমনাগমন করেন এবং কলিকাতায় সেবার আমরা অনেক প্রকাশ্য স্থানে তাঁহাকে অবলোকন করি। তিনি প্রত্যহ কি করেন তাহার বিবরণ সম্প্রতি এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে অর্থাৎ সকাল হইতে তিনি ৯টা পর্য্যন্ত কোরাণ অধ্যয়ন করেন, ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত ইংরাজি পাঠ করেন, ১১ হইতে ২টা পর্য্যন্ত তিনি বিশ্রাম করেন। দুইটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত রাজ কার্য্য করেন। তাহার পর সূচের কাজ শিক্ষা ও অন্যান্য কাজ করেন।

—বোম্বাইতে মেরিট নামক একজন সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর একটি কন্যা থাকে। সাহেবের স্ত্রী মাজিষ্ট্রেটের নিকট আসিয়া নালিস করে যে, তাহার স্বামী কন্যাকে তাহার অনভিমতে তাহার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছে এবং তাহাকে ভ্রষ্টা করিয়াছে। কন্যার নিকট মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে, সে আপন ইচ্ছায় তাহার সঙ্গে গিয়াছে এবং মকর্দ্দমা ডিসমিস হয়। সাহেবটি ইতিপূর্ব্বে ইনেস্পেক্টরী কাজ করিতেন।

—ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী বেলঘরে ও সোদপুরের মধ্যে আর একটী ষ্টেশন বসাইবার কল্পনা করিতেছেন।

—ভারত বর্ষের মধ্যে বোম্বাইয়ের লোকেরা যেমন সাহেবী রীতিনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, এমন আর কাহারাই নয়। সেখানকার পারসীরা আবার সকলের চেয়ে বাড়েন। একটী ভদ্রলোক কোন পারসী যুবাকে এক খানি পত্র লেখেন। শিরোনামায় মেঃ বা স্কোয়ার সন্নিবেশিত ছিল না। পারসী যুবক ইহা দেখিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া পত্র গ্রহণ করিলেন না এবং পত্রের উপর লিখিয়া দিলেন যে মেঃ বা স্কোয়ার অবশ্য লিখিতে হইবে।

—চীনের রাজা এক দিন নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া দেখেন যে রাস্তা সকল জনশূন্য এবং গৃহ সকল দ্বারুদ্ধ। মন্ত্রী দিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন যে পূর্ব্ব২ রাজারা বাহিরে আসিলে নগর বাসীদের তাঁহাদের মূর্ত্তি দেখিবার অধিকার ছিল না, এই জন্য তাহারা রাজ দর্শন করিতেছে না। ইহাতে রাজা বলিলেন যে নগর বাসীদের তাহাকে না দর্শন করার কোন কারণ নাই। রাজার প্রত্যাগমনের সময় নগরের রাস্তা সকল জনাকীর্ণ হইয়াছিল।

—যাঁহারা বহু বিবাহ করেন তাঁহারা সাবধান! বোম্বাইয়ে একজন হিন্দু তাহার এক স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতে অস্বীকার করে। এই নিমিত্ত তাহার নামে

হয়। সে আপত্তি করে যে, তাহার আরে পাঁচটী স্ত্রীকে প্রতিপালন করিতে হয়। এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বিচার পতি আদেশ করিয়াছেন যে তাহাকে মকর্দ্দমার খরচা পঞ্চাশ টাকা ও তাহার রত্যক্ত স্ত্রীকে মাসিক পনর টাকা দিতে হইবে।

—অযোধ্যার একজন মুসলমানের স্ত্রী খৃষ্টান হইয়া তাহার স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। মুসলমান তাহাকে পুনরায় ঘরে আনিবার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন করে। কিন্তু স্ত্রীলোকটি স্বামীর কথায় ভ্রূক্ষেপও করে না। অবশেষে অযোধ্যার জজের কট মুসলমান নালিশ করে এবং বিচারপতি তাহার কে পুন গ্রহণার্থে আদেশ দেন। স্বামী ভক্ত ীলোকটি ইহার বিরুদ্ধে আপীল করে। কিন্তু পীলেও জজের রায় বহাল রহিয়াছে। মুসলমান তাহার স্ত্রীর ধর্ম্মের প্রতি হস্ত ক্ষেপ করিতে পারিবে না।

—এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, আসামে একরূপ া হিরাহ ও স্বয়ম্বরের রীতি প্রচলিত আছে, ও স্বয়ম্বরটি সর্ব্বদা হয় না, এখানে বাল্য বিবাহ চলিত নাই। স্ত্রীলোকদিগের ১৬। ১৭ বৎসরের নে প্রায় বিবাহ হয় না। শুনিলাম এ প্রথা ইতর ভদ্র উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিতআছে। এখানার স্ত্রীলোকেরা প্রায় অলঙ্কারপরিধান করে না, ব দুই একজনকে দুই একখানা যৎসামান্য না পরিতে দেখা যায়। আমাদের দেশের সধবা ীলোকেরা অলংকার শূন্য হস্তে থাকিতে যেমন ঙ্গলকর মনে করে ইহারা সেরূপ করে না, বরং ইহা ধ্যে হস্তে অলংকার পরা একটা নিন্দার কার্য্য া গণ্য হয়, কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই একরূপ র ফুল কর্ণে দিতে দেখা যায়।

—গোয়ালিয়ারস্থ এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—আনার পাঠক বর্গের অনেকে শিখ ও পুরুবীয়া পাহী দিগের সাহস ও দৈহিক বলের বিষয় শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। গোয়ালিয়রের মহারাজের এক জন সিপাহী রাস্তায় যাইতেছিল, তাহার দুইটি টাকা পথে পড়িয়া যায়। সে পতন স্থানের নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করে, তদ্দর্শনে আর এক জন সিপাহী কারণ জিজ্ঞাসা করাতে প্রথম সিপাহী প্রকৃত উত্তর দান করিল। উপহাসের ছলেই হউক, বা অন্য কার ণেই হউক, অপর সিপাহী তাহাকে ব্যঙ্গচ্ছলে একটি কটু বাক্য কহিল। তচ্ছ্রবণে প্রথম সিপাহীর ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তৎকালে তাহার হস্তে অস্ত্র না থাকাতে সে মৌনাবলম্বী হইয়া রহিল। পর দিবস প্রত্যুষে সশস্ত্র হইয়া যখন সে আপনার কর্ত্তব্য রাজ কার্য্যে যা ইতেছিল, সেই সময়ে পথি মধ্যে তাহার শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সিপাহী তাহাকে গুলি করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল। অনন্তর হত্যাকারী সিপাহী ধৃত হইল, বিচারে তাহাকে কামানে উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। অপরাধী সিপাহী নিজ সাহসের পরিচয় দানার্থ স্বয়ং তোপের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সম্মুখে স্বীয় বক্ষঃ বিস্তার করিয়া প্রফুল্ল বদনে দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নি প্রদান করিতে আদেশ করিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সিপাহীর দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পতিত হইল।

—পারস্যের অধিপতি রুসিয়ার রাজধানী সেণ্ট-পিটার্সবর্গে পৌছিয়াছেন। রুসিয়ার সম্রাট তাঁহাকে মহা ধুমধাম ও আদরের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন।

—ফরাসীস সাধারণ তন্ত্র গবর্ণমেণ্টের সভাপতি থিয়ার্স কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে ভুতপূর্ব্ব সেনাপতি মার্শেল ম্যাকমোহন নিযুক্ত হইয়াছেন।

——

পত্র প্রেরকের প্রতি।

কস্যচিৎ পাঠকস্য, হাণ্ডরিয়া। নাটোর অঞ্চলের স্কুলের ডেঃ ইন্স্পেকটর প্যারী বাবুর সম্বন্ধে বলেন যে, পূর্ব্বে প্যারী বাবু যখন তদঞ্চলে ছিলেন, তখন লোকে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিল। এমন কি রাজা চন্দ্রনাথ রায় তাঁহার বিরুদ্ধে একবার ইনস্পেকটরকে লিখেন। প্যারী বাবু স্থানান্তরিত হইয়া ছিলেন, পুনরায় তিনি আসিতেছেন কেন? শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীদের লোকের বিরাগভাজন হওয়া অনিষ্টকর।

শ্রীঅ—মাহেশ। আপনার পত্র প্রকাশ দ্বারা এক ব্যক্তির মনোবেদনা দেওয়া হয় মাত্র, সাধারণের কোন উপকার হয় না।

আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় যে কয়টী প্রশ্ন আমাদের প্রেরিত স্তম্ভে প্রকাশিত হয়, নানা স্থান হইতে তাহার উত্তর আসিয়াছে। স্থানের অল্পতা জন্য আমরা উক্ত বিষয় ঘটিত সমুদায় পত্র প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পত্র সকল প্রশ্ন কর্ত্তা মহাশয়গণের নিকট প্রেরিত হইল!

কালীকৃষ্ণ সিংহ—বেহালা

আমরা ইংরাজী স্তম্ভে প্রেরিত পত্র গ্রহণ করি না। লিখিত প্রস্তাবটি বাঙ্গলায় লিখিয়া পাঠাইলে উহা প্রকাশ করিতে আমাদের আপত্তি নাই।

কতকগুলি ঢাকা বাসী লিখেন যে, ঢাকায় ন্যাশন্যাল থিয়েটর হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটরের ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই।

কালনা—আপনার ওরূপ পত্র আমরা প্রকাশ করিতে পারি না।

——

প্রেরিত।

কৃষি।

মহাশয়, আমি এই দশ বৎসরের ধান্য কসল মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিয়া একটী বিষয় টের পাইয়াছি। আমন, ও আউশ দুই ধান্যই এক বৎসরে ভাল হয় না। যেবার আউশ ধান্য ভাল হয সেবার আমন মন্দ! ইহার মানে কি! ঈশ্বর কি কৃপণ? আমাদের ঘরে অধিক ধান্য আইলে কি ঈশ্বর দুঃখিত হন? তাহা নয়। আশু ধান্য অধিকন্তু নীরস জমিতে হইয়া থাকে, আমন ধান্য মেটেল জমিতে হয়। সুতরাং অধিক রৌদ্র হইলে, আশু ধান্যের তত ক্ষতি হয় না, আমনের সর্ব্বনাশ হয়। আবার অধিক বৃষ্টি হইলে আমনের তত ক্ষতি হয় না কিন্তু আশু ধান্যে হয় পোকা ধরে নতুবা উহা মৃত্তিকায় পড়িয়া যায়, আর তাহাও না হয় চারা গুলি হরিদ্রা বর্ণ হয়। শ্রাবণ মাসেও বৃষ্টি না হইলে আশু ধানের তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু তাহা হইলে আমন ধান যাহ রোপণ করা যায় না, এবং যাহা বৈশাখ মাসে বুনা হয় তাহা শুষ্ক হইয়া যায়।

এখনকার কালে দেশের এক নূতন ভাব হইয়াছে। বৎসর২ মন্বন্তরার ভয়। বৃষ্টি এরূপ অনিশ্চিত ও খাল খেয়ালি গোছ, যে হয় স্রোতের ন্যায় পড়িবে, নতুবা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। এই সময় কি ইহার নিমিত্ত কিছু সতর্ক হওয়া উচিত নহে? আর কত দিন এরূপ সংশয় চিত্তে দিন যাপন করা যায়। এসমুদায়ের উপায় গবর্ণমেণ্ট কি বেশী করিবেন, দেশের লোকের করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের একটী কর্ম্ম করা আবশ্যক ও উহাতে তিনিও প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। খাল খনন করা। আর দেবতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকা কর্ত্তব্য নয়। আপাততঃ বর্দ্ধমান, বাকুড়া, বীরভূম, প্রভৃতি স্থানে যে সকল সিঞ্চন কল আছে, তাহাই এখানে প্রচলিত হইলে অনেক কাজে লাগে। যতদিন আর ভাল কল না পাওয়া যায় ততদিন ইহার দ্বারাই চলিবে।

আর একটী উপায় আছে, ইহা জমিদার, তালুকদার মহাজন প্রভৃতিরা অনায়াসে মনে করিলে করিতে পারেন। গোধূমের চাস প্রচলিত করা। সকল দেশে তণ্ডুলের স্থানে গোধূমর চাস হইতেছে, আর এক দিন কাল আমরা যদিও একেবারে তণ্ডুল পরিত্যাগ না করি ইহা অপেক্ষা যে অধিক পরিমাণে গোধূম ব্যবহার করিব তাহার সন্দেহ নাই। গোধুমও এদেশে অতি উত্তম হয়। এত উত্তম হয় যে, চাসারা বীজ পাইলে, আর গোকর উৎপাত না থাকিলে অতি যত্নের সহিত ইহার ফসল করে। এক্ষণে আমাদের দুইটী ফসলের উপর নির্ভর অর্থাৎ আশু ও আমন ধান্য, গোধূম চলিত হইলে তিনটী ফসল হইবে ও মন্বন্তরার ভয় অবশ্য ইহা অপেক্ষা কিছু কমিবেক। বিশেষতঃ ধানের জমিতে গোধূম ভাল হয় না

শ্রীঃ—

——

আসামীয় ভাষা।

আমাদিগের লেপটনেণ্ট গবর্ণর সাহেব মহোদয় কাহারও কথা শুনিলেন না। আসাম বিভাগের কমিসনর সাহেব মহোদয় যথার্থ দেশ হিতৈষী হইয়া আসামীয় ভাষার বিরুদ্ধে যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। আসামবাসীরা দেশে মাতৃভাষা প্রচলিত হউক বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, অমনি সাহেব মহোদয় "আসামে আসামীয় ভাষা প্রচলিত হউক" এরূপ অনুমতি প্রদান করিলেন।

লেপটনেণ্ট গবর্ণর সাহেব প্রজার প্রকৃত মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না, আসামে যেরূপ শিক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল, যদি এরূপ প্রথা স্থিরতর রহিয়া যায়, তাহা হইলে অধঃপতনের আর অধিক কাল বিলম্ব নাই। দেশের অধিকাংশ লোকেই যদি প্রকারান্তরে অশিক্ষিত রহিল, তাহা হইলে বর্ত্তমান রাজ নৈতিক নিয়মের একটী প্রধান অঙ্গ, লেপটেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব মহোদয়ের যত্নে সুন্দর রূপ শ্রী ধারণ করিল, তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের রাজ প্রতিনিধি সাহেব মহাশয় তাঁহার এই অভিপ্রায়টি বঙ্গ দেশীয় দিগের মস্তকোপরি স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিয়া ছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া আসামে নিক্ষেপ করিয়াছেন। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে দেশীয় ভাষায় সুন্দর রূপ শিক্ষিত না হইলে দেশীয় সংবাদ পত্রে রাজনৈতিক বিষয় সকল বিশেষরূপ আলোচিত না হইলে কখনই দেশের অধিকাংশ লোক রাজনৈতিকবিষয় বুঝিবে কিনা আমর

বুঝিতে পারি না। আসামীয় ভাষায় শিক্ষিত হইলে কি দেশীয় সমস্ত লোক এরূপ সুশিক্ষিত হইয়া উঠিবেন যে, তাহারা রাজনৈতিক বিষয় সমুদায় বুঝিতে পারিবেন। আমরা এরূপ ভরসা করিতে পারিনা। যদি বঙ্গদেশীয় ভ্রাতারা তাঁহাদিগের অক্ষরগুলি প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহাদিগের দেশের প্রচলিত শব্দগুলি (যাহা আসামীয় ভাষায় মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে) এক একটী করিয়া পরিত্যাগ করিতে আসামবাসীদিগের অনুরোধ করেন, তাহা হইলে আর আসামীয় ভাষার কি থাকিবে। কতকগুলা রূঢ় শব্দ অবশিষ্ট থাকিবে, আর কিছুই থাকিবে না, এখন আর নূতন অক্ষর রচনা কি নূতন শব্দ প্রস্তুত করিয়া দেশের উন্নতি করিবার দিন নাই?

আসামে কয় জন ইংরাজী পড়িতেছেন! বঙ্গদেশেও শতকরা গড়ে পাঁচ জন ইংরাজী শিখিতেছেন কিনা সন্দেহ। দুই চারি জন ইংরাজী শিখিলেই কি সমস্ত দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে? তবে যদি কালে দেশের সমুদায় লোকে ইংরাজী পড়িয়া পণ্ডিত হইতে পারেন, তাহা হইলে উন্নতি হইতে পারে। এরূপ আশায় যাহারা থাকিবেন, তাঁহারাই দেশের যথার্থ শত্রু।

বঙ্গ দেশীয় লোকেরা এখন তাঁহাদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি সমুদায় প্রত্যর্পন করিতে পুনঃ২ অনুরোধ করিতেছেন। বঙ্গ দেশীয় লোক দিগকে যখন তাঁহারা শত্রু বলিয়া মনে করেন, তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে, যখন লোকের নিকট এরূপ বলিয়া বেড়ান, তখন অবশ্যই তাহাদিগের রীতি নীতি সমুদায় প্রত্যর্পন করিবেন। প্রত্যর্পন করিলে আর কি থাকিবে? এস্থলে আর একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। গোহাটী হাইস্কুলের বালকদিগের একটি সভা আছে; প্রতি শনিবার তাহার অধিবেশন হয়। এতদ্দেশীয় একজন শিক্ষক তাহার অধ্যক্ষ। এই সভাতে মধ্যে২ এরূপ বিষয় লইয়াও তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে যে, আমরা বাঙ্গলা কথা বলিব না, বঙ্গ দেশীয় লোক দিগের সহিত যোগ দিব না, তাহাদিগের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিব না; তাহাদের মত আহারাদিও করিব না। এরূপ জাতীয় ঈর্ষা ও রীতি নীতির বিভিন্নতাই যে আমাদিগের অধঃপতনের প্রধান কারণ, অধ্যক্ষ মহাশয় বোধ করি তাহা জানেন না।

গোহাটী আসাম, ১৪ই মে ১৮৭৩ } একান্ত বশম্বদ শ্রীঃ—

মহিষাদলের রাজার দান।

মহাশয়,

মহিষাদলাধিপতি শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ প্রসাদ গর্গর যে সমুদায় সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রকটিত হইল। ইহার বার্ষিক আয় প্রায় তিন লক্ষ টাকা। গবর্ণমেণ্ট যে, ইহাকে কেন রাজা উপাধি প্রদান করেন না, আমরা বুঝিতে পারি না।

ভবদীয় বশম্বদ
শ্রীঃ

মেদনীপুরের হাই স্কুলের দাতব্য	৬০০০
তমলুক স্কুল ডিস্পেনসারির দাতব্য বার্ষিক	১৮০
মহিষাদল স্কুলের বার্ষিক দাতব্য	১৪০০
মহিষাদল ডিস্পেনসারির বার্ষিক দাতব্য	১৭০০
মহিষাদলের ধর্ম্ম শালার অতিথিগণের বার্ষিক নগদ খোরাকী	৪০০
যে সকল অতিথি ইত্যাদি আগন্তুক ব্যক্তিগণ হস্তে পাক না করিয়া দেবতার প্রসাদ (প্রস্তুত অন্ন) আহার করেন, তাহাদের জন্য স্থাপিত দেবালয় সমূহের বাৎসরিক অন্ন ভোগের খরচ	১১৫০০
কটক জেলার স্কুলবাটী নির্ম্মানের দাতব্য	১০০
জেলা মেদনীপুরের স্কুল বাজার হইতে টিড়িমার সাই পর্য্যন্ত অগ্নি দগ্ধ দীন দুঃখীগণের বাটী-নির্ম্মানের জন্য দাতব্য	৩০০
পাশকুড়ার স্কুলের বার্ষিক দাতব্য	১২০
গেড়াখালির স্কুলের বার্ষিক দাতব্য	৪৮
ফেরিফণ্ডের রাস্তা যাহা কাথি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তন্মধ্যে উত্তর সীমা ঘাট ও দক্ষিণ সীমা শ্রীকৃষ্ণপুর পর্য্যন্ত আমাদের জমিদারি অরঙ্গা নগর পরগণার গ্রাম সকলের সাধারণের গমনাগমনের সুবিধা জন্য তাহার যে ভূমি উপরোক্ত রাস্তা গত হইয়াছে তজ্জন্য নিদ্ধারিত মূল্য যাহা দান করা হইয়াছে তাহার অনুমেয় মূল্য	৫০০০
এতদ্ব্যতীত মহিষাদল ডিস্পেনসারির জন্য একটী পোক্তা বাটী প্রস্তুত করাইতে দান করা হইয়াছে	৪০০০
তমলুক স্কুলের বিলডিং তৈয়ারি জন্য দান	২৮০০
মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ সময়ে দান	৫০০
সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে গেড়েখালির নূতন পুষ্করিণী মায় পোক্তা ঘাট তৈয়ারির খরচ	১৭০০
রাণীগঞ্জ নামক বাজার স্থাপন ও তথায় দুইটী পুষ্করিণী খননে দান	২২০০
সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে মহিষাদল রাজধানীর নিকট বাকার খালে পোক্ত পুল তৈয়ারির খরচ মায় পুষ্করিণী খনন	৬১০০০
ঐ পুল হইতে পশ্চিম দক্ষিণ তরফে সর্ব্বসাধারণের গমনাগমনের জন্য কাঁচা রাস্তা তৈয়ারির খরচ	১৭০০
কাঁথিতে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় দাতব্য ধান্য ৫৩০ মোন মূল্য	৫৮০

ভাটপাড়া, নবদ্বীপ, ত্রিবেণী ও বংশবাটী প্রভৃতির চতুষ্পাঠীর ছাত্রদিগের ভরণপোষণার্থ প্রধান২ অধ্যাপকগণকে বার্ষিক ধান্য বৃত্তি দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন।

মাধবমোহিনী।

উপরের লিখিত মাধবমোহিনী নামক গ্রন্থের কায়া ৩০০ পত্রের অধিক। মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল ৵০ আনা।

উপরের গ্রন্থ কলিকাতার চিৎপুর রোডের ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোর মোহন ঘোষের নিকট প্রাপ্য।

বাল্মীকি রামায়নের বাঙ্গলা গদ্য অনুবাদ।

উত্তর ইটালি চিঙ্গড়ি ঘাটারোড আমার ১০৬ নং ভবনে সংস্কৃত কালেজের জনৈক ছাত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গা গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া পুস্তকাকারে প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রচারিত করিতেছেন। ইহার মনোহারিণী রচনাবলী পাঠ করিয়া অনেকেই যার পর নাই পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫।।০ টাকা মাত্র ডাক মাশুল সহিত গ্রহণেচ্ছুগণ নাম ধাম সহ আমার নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন ইতি। (৮)

কলিকাতা, শ্রীগোবিচন্দ্র দত্ত।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা পুস্তক ও পত্রিকা প্রণেতাগণের নিকট সাদরে প্রার্থনা যে, যাঁহাদিগের রচিত সর্ব্বজন আদরণীয় গ্রন্থাদি অদ্যাপি অত্র পাঠ্য সভায় গৃহীত হয় নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ প্রকাশিয়া তাবৎ গ্রন্থ সমূহের এক এক খণ্ড নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। মনোনীত হইলে [দাতব্য ব্যতীত] অনতিবিলম্বে পত্র প্রেরণ করিব।

নড়াইল, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০ সাল।

শ্রীবেণীমাধব মিত্র। নড়াইল সাধারণ পাঠ্য সভার সম্পাদক। জেলা যশোহর নড়াইল।

বঙ্গভাষায় রোগ-বিচার ও ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

গৃহী মাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী শিক্ষা প্রভৃতি প্রণেতা এবং বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ন্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ প্রত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত উপরিউক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬ ডাকমাশুল ।।০ আনা।। উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ধাত্রী-শিক্ষার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল। ইহার ডাকমাশুল ।/০। উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। [৪৬]

Advertisements.

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.
(BEING ACT No. OF 1872.)
WITH
Notes consisting of copious apt extracts from Text Writers, numerous illustrative cases both Indian and English, appropriate quotations from the reports of the Select Committee and other sorts of explanatory remarks and comments.
INTO WICH IS INCORPORATED
THE INDIAN EVIDENCE ACT AMENDMENT ACT,
AND TO WHICH IS APPENDED
THE INDIAN OATHS ACT.
BY
KISHORI LAL SARKAR, M. A. B. L.
Price Rs .4.
To be had at the Amrita Bazar Puttrika Office and Thacker Spink & Co's Library.

অমৃত বাজার পত্রিকা

অগ্রিম মূল্য।

	কলিকাতার নিমিত্ত	মফঃস্বলের নিমিত্ত
বার্ষিক	৬।।০	৮
ষাণ্মাসিক	৩৫০	৪।।০
ত্রৈমাসিক	২।৵০	২৫০
একখণ্ড	।০	।১০
অনগ্রিম মূল্য।		
বার্ষিক	৮।।০	১০

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵০
চতুর্থ ও ততোধিকবার	৴১০

এই পত্রিকা কলিকাতা [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়।